ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 20 2000 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭ ......

10

সম্মান শ্রেণীতে পছন্দসইদের ভর্তি করার দাবি

আনন্দমোহন কলেজে ভাঙচুর, তালা শিক্ষকদেরকে গুলি করার হুমকি

জাহাঙ্গীর আলম লিটন, ময়মনসিংহ থেকে : নিয়মবহির্ভূতভাবে অনার্স প্রথম পর্বে ছাত্রছাত্রী ভর্তির দাবিতে বহিরাগত যুবকরা গতকাল বুধবার আনন্দমোহন কলেজে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। তারা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। বহিরাগতদের হামলায় আহত বা লাঞ্ছিত হয়েছেন পাঁচজন শিক্ষক ও একজন কর্মচারীসহ কমপক্ষে ১০ জন ছাত্রছাত্রী। দাবি না মেনে আর কোনো ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হলে শিক্ষকদের গুলি করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় গত দুদিন যাবৎ ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রমে চলছে অচলাবস্থা।

কলেজ শিক্ষক পরিষদ সূত্র জানায়, আনন্দমোহন কলেজের অনার্স প্রথম পর্বে বাংলা বিভাগে ১৯২, ইংরেজিতে ৯০, অর্থনীতিতে ১৯২, ইতিহাসে ১৯২, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ২১০, সমাজকল্যাণে ৯০, সমাজবিজ্ঞানে ৯০, দর্শনে ৯০, ইসলামিক শিক্ষায় ৯০, ইসলামের ইতিহাসে ৯০, ভূগোলে ৭২, গণিতে ১৯২, পদার্থবিদ্যায় ৯৬, রসায়নে ৯৬, উদ্ভিদবিদ্যায় ৯৬, প্রাণিবিদ্যায় ৯৬, ব্যবস্থাপনায় ২১০, হিসাববিজ্ঞানে ২১০টি মিলে ১৮টি বিভাগে মোট ২ হাজার ৩৯৪টি আসনে মেধানুসারে (ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে) ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গত মঙ্গলবার পর্যন্ত এভাবে ২ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। এ পর্যায়ে বহিরাগত যুবকরা নিয়মের তোয়াক্কা না করে বাকি ৩০০ আসনে তাদের ইচ্ছামাফিক ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানায়। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে গত মঙ্গলবার বিকালে আলোচনায় বসে। এতে কোনো সমঝোতা না হলে বহিরাগতরা কলেজের ১৮টি বিভাগে হামলা চালায় এবং শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে। এতে বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা রিকতা রায়, দর্শন বিভাগের সারোয়ার জাহান, বাংলা বিভাগের পিয়ন বেলায়েতসহ ১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী আহত হয়। পরে বহিরাগতরা অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষসহ প্রশাসনিক কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তারা এতেও ক্ষান্ত না হয়ে তাদের দাবির বাইরে কোনো ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হলে শিক্ষকদের গুলি করে হত্যা হবে বলে হুমকি দেয়। এসব ঘটনার পর থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। শিক্ষক পরিষদ তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ বিভাগ বন্ধ রেখে বর্তমানে শিক্ষক মিলনায়তনে বসে কাজ করছেন।

এ ব্যাপারে আমকসুর জিএস মাহবুব জাহান শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা ও বিভিন্ন বিভাগে ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, ক্যাম্পাসে পুলিশ ফাঁড়ি থাকার পরও তারা এই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তিনি জানান, বহিরাগত যুবকদের সঙ্গে আমকসুর কোনো যোগসূত্র নেই।